সংবাদ

তাং ... 29 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 2 ...

সম্পাদকীয়

এইচএসসি পরীক্ষা ২০০৩

অন্য বছরগুলোর মতো নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের অঙ্গীকার ঘোষণার মধ্য দিয়ে আজ (২৯শে মে) দেশের সবক'টি শিক্ষা বোর্ডের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা এইচএসসি এবং মদ্রাসা বোর্ডের আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এবার এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর, বরিশাল ও সিলেট শিক্ষা বোর্ড থেকে মোট ৫ লাখ ২৮ হাজার ৬শ' ৪৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে। এর মধ্যে ৩ লাখ ১০ হাজার ৮শ' ৩০ জন ছাত্র এবং ২ লাখ ১৭ হাজার ৮শ' ১৫ জন ছাত্রী। গত বছরের তুলনায় এবার প্রায় ৫৭ হাজার পরীক্ষার্থী হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে মদ্রাসা বোর্ডের আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষায় মোট ৯৫ হাজার ৫শ' ৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে।

পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যথারীতি এবারও সরকারিভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছর ৭টি শিক্ষা বোর্ডের আলিম, ফাযিল, কামিল পরীক্ষায় প্রায় দেড় হাজার কেন্দ্রের মধ্যে দেড় শতাধিক কেন্দ্রকে অতি নকলপ্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে নকল প্রতিরোধে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বা ভিডিও ক্যামেরাসহ অতিরিক্ত পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট মোতায়েন ও শিক্ষা বোর্ডগুলো থেকে সার্বক্ষণিক ভিজিল্যান্স টিমের পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরীক্ষায় নকলবিরোধী আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে মতবিনিময় সভাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। এসবই হয়েছে প্রথা মাফিক। পরীক্ষায় নকল বন্ধে তা খুব বেশি প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয় না। গত বছরও নকলের বিরুদ্ধে এ ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছিল। অথচ গত বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হয় ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী ও প্রায় দেড় শতাধিক শিক্ষক। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী নকলমুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ১শ' ভাগ বেতন দেয়া হবে এবং নকলপ্রবণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন কমানো হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এসব পদক্ষেপ ও হম্বিতম্বির ফলে নকল কতটা কমবে, সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষায় নকল বর্তমানে এতটাই প্রকট এবং সর্বগ্রাসী হয়ে পড়েছে যে, বাহ্যিক কিছু পদক্ষেপ দিয়ে সম্ভবত এর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। পরীক্ষায় নকল বন্ধ করার জন্য কোন সুপারিশ করেও আপাতত কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। কেননা, যে সিস্টেমের মধ্যে নকল করার অভ্যাস বিকশিত হয়েছে, সে সিস্টেমের সুবিধাভোগীরাই হলেন শিক্ষাখাতের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাদের দ্বারা মহৎ কিছু করা সম্ভব—এ বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমূল সংস্কার করতে না পারলে পরীক্ষায় নকলসহ শিক্ষাখাতে বিরাজমান অন্যান্য সমস্যা সমাধান করা যাবে বলে আমরা মনে করি না।

দু'বছর আগে এসএসসির ফলাফলের ক্ষেত্রে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ বছর থেকে এইচএসসিতেও গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হচ্ছে। নতুন এ গ্রেডিং পদ্ধতি কতটা স্বচ্ছ ও কার্যকর হয়, সে ব্যাপারেও নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে না। ফলে পরীক্ষার্থীদের ওপর থেকে মানসিক চাপ ও অকৃতকার্য হওয়ার ভীতি কমছে না। ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা মাপার মানদণ্ড বদলানোর কথা উঠলেই নানা যুক্তির জাল সৃষ্টি করা হয়। অথচ নকলের ব্যাপকতার ফলে পরীক্ষার ফলাফলকেও বিশ্বাস করা হয় না। বর্তমান ব্যবস্থায় পরীক্ষায় 'ভালো' বা পাস করতে প্রাইভেট পড়তে হয়। পাস নিশ্চিত করতে হলে নকল করতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসরুমে যাওয়া এবং শিক্ষকদের সেখানে পড়ানো গৌণ ব্যাপার হয়ে মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রাইভেট টিউশানি বা কোচিং আর ছাত্রদের ক্ষেত্রে নকল করে পরীক্ষায় পাস করা। এ প্রেক্ষাপটে নকলমুক্ত পরিবেশে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ সফল হওয়ার আশা নিতান্তই দুরাশা। এখন পরীক্ষা ভালোয় ভালোয় যেন শেষ হয় এবং কোনরকম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে, আমরা সে প্রত্যাশাই করি।